Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 27-04-2026 14:16 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৩ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। সোমবার ২৭ এপ্রিল ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩২৪ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

শান্তি ফেরাতে পরমাণু আলোচনায় রাজি ইরান! তবে মানতে হবে দুই শর্ত

ট্রাম্পের ধাঁচে হামলা হতে পারে মোদির উপরও! বিস্ফোরক ইঙ্গিত কংগ্রেস বিধায়কের

বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে পুলিশ পর্যবেক্ষকের গোপন বৈঠক! অভিষেকের হুঁশিয়ারির পরদিনই হাই কোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল

বাংলায় সরকার গড়ছে বিজেপিই, লক্ষ্য শ্যামাপ্রসাদের সঙ্কল্প পূরণ মোদী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ 'যা দেখলাম, ৪ মে-র পরে বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে এই রাজ্যে আমাকে আসতেই হচ্ছে!' ভোটযুদ্ধের আবহে ব্যারাকপুরের জনসভা থেকে এ ভাবেই আত্মবিশ্বাসী সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার রাজ্যের দ্বিতীয় দফার ভোট। তার আগে সোমবার প্রচারের শেষ লগ্নে শিল্পাঞ্চলকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দাবি, এ বার বাংলা থেকে 'পূর্বোদয়' নিশ্চিত। বিকশিত ভারতের স্বপ্নপূরণে বাংলার ভূমি যে তাঁর কাছে আধ্যাত্মিক মননের কেন্দ্র, সে কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। মোদীর গলায় এদিন বারবার উঠে এসেছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্কল্পের কথা। তিনি বলেন, 'অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের নারীশক্তি ভরসা করে বিজেপি-তে। বাংলা শ্যামাপ্রসাদ মুখে পাধ্যায়কে সাংসদ করেছিল। তার প্রেরণা বিজেপির সঙ্কল্প হয়। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা রদ করে তাঁর একটি সঙ্কল্প পূরণ করেছি। আরও একটি সঙ্কল্প রয়েছে শ্যামাপ্রসাদের; বাংলার সমৃদ্ধি এবং শরণার্থীদের সমস্যার সমাধান।' প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, ভারতের ভাগ্যোদয় এবং পূর্বোদয় পরস্পরের পরিপূরক। ২০১৩ সাল থেকেই তিনি বলে আসছেন যে পূর্ব ভারত না এগোলে দেশ এগোবে না। ওড়িশা ও অসমে পদ্ম ফোটানোর পর এবার বাংলার পালার অপেক্ষা করছেন তিনি।ব্যারাকপুরের রুদ্ধ হওয়া কলকারখানা নিয়ে তৃণমূলকে কড়া ভাষায় বিঁধেছেন মোদী। এক সময়ের কর্মসংস্থানের এই কেন্দ্র কেন আজ বোমা-গুলির শব্দে কাঁপে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের রাজত্বে অকল্যান্ড পাটকল-সহ একের পর এক শিল্প বন্ধ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এখানে কারখানার শব্দ আসত এক সময়, আজ গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। অকল্যান্ড পাটকলে কী হল, সবাই দেখেছেন। আজ ব্যারাকপুরের দুর্ভাগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাট, কাপড়কল বন্ধ হয়েছে একটার পর একটা।' তাঁর দাবি, তৃণমূলের সিন্ডিকেট রাজ ঘোচাতে বিজেপিকে জেতানোই এখ ন একমাত্র পথ।এদিন ব্যারাকপুরের সভা থেকে ঢালাও প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন মোদী। ক্ষমতায় এলে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা বা সপ্তম বেতন কমিশনের সুবিধা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। শূন্যপদ পূরণ এবং নিয়োগপত্র দেওয়ার গ্যারান্টি দিয়ে তাঁর প্রতিশ্রুতি, 'বিজেপি সরকার এসে বাংলার যুবকদের এখানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। সরকারি

নিয়োগ সময়ে হবে। নিয়োগ পত্র দেওয়া হবে। শূন্যপদ দ্রুত পূরণ করা হবে। সরকারি কর্মীদের তৃণমূলের ভয় থেকে মুক্ত করা হবে। মোদীর গ্যারান্টি শুনে নিন, সপ্তম কমিশনের লাভ পাবেন সরকারি কর্মীরা।' পাশাপাশি ডিজিটাল অর্থনীতির প্রসারে স্কুলে 'কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব' এবং গ্রামীণ আয়ের গ্যারান্টি দেওয়ার কথা বলেন তিনি।মহিলা ভোটারদের মন জয়েও বড় দাওয়াই দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'যে বোনদের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে, তাঁরা ন্যায় পাবেন। হিসাব নেব। সব ফাইল খুলব। মহিলাদের রোজগার, চিকিৎসা বিজেপির প্রাথমিক লক্ষ্য। বাংলায় বিজেপি সরকার গর্ভবতীদের ২১ হাজার টাকা দেবে। মেয়ে হলে সুকন্যা সমৃদ্ধির সুবিধা দেবে। কলেজে ভর্তি হলে টাকা পাবেন। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাইলে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাবেন। পাকা ঘর পাবেন।' সন্দেশখালি বা নারী নির্যাতনের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে তাঁর হুঁশিয়ারি, ভোট দেওয়ার সময় গুন্ডাদের কথা মনে রাখবেন।তৃণমূলের বিরুদ্ধে জনবিরোধী রাজনীতির অভিযোগ তুলে মোদী বলেন, ওরা 'মা-মাটি-মানুষ' ভুলে এখন শুধুই গালিগালাজ আর হুমকির রাজনীতি করছে। তৃণমূলের এক জন নেতাও রিপোর্ট কার্ড দেয়নি বলে দাবি তাঁর। মোদীর প্রশ্ন, 'যাঁরা নিজের কাজের রিপোর্ট দিতে পারে না, তাঁদের কি সুযোগ দেওয়া উচিত?' তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের কাছে বাংলার ভবিষ্যতের কোনও রূপরেখা নেই। সিএএ প্রসঙ্গে আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিজেপি জমানায় কোনও ভারতীয় নাগরিক, যে ধর্মেরই হোন তিনি, তাঁদের সমস্যা হবে না। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের ছাড়া হবে না। মতুয়া, নমশূদ্রদের বলছি, নাগরিকত্ব মিলবেই। সব কাগজ, অধিকার পাবেন, যা ভারতীয় নাগরিকেরা পান। এটা মোদীর গ্যারান্টি।'কলকাতাকে 'সিটি অফ ফিউচার' করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মোদী জানান, বিজেপি ক্ষমতায় এলে প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকেই 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্প চালু হবে। মেট্রো রেলের বিস্তার ও বৈদ্যুতিন বাসের নেটওয়ার্ক তৈরির লক্ষ্যও তাঁর নজরে। পরিশেষে ভোটারদের প্রতি তাঁর আর্জি, 'একটা সুযোগ বিজেপি-কে দিন, মোদীকে দিন, সকলে মিলে বাংলাকে সব বন্ধন থেকে মুক্তি দেব। হিংসা, তৃণমূলের দুর্নীতি, ভয়, সিন্ডিকেট, অনুপ্রবেশকারী, বেকারত্ব, পরিবারবাদ, তোষণের রাজনীতি থেকে মুক্তি দেব। পুরনো গৌরব ফিরে আসবে।' সব বুথ থেকে ঘাসফুল শিবিরকে সাফ করার ডাক দিয়ে নিজের প্রচার শেষ করেন প্রধানমন্ত্রী। মোদীর দাবি, পিএম এবং সিএম একসঙ্গে উন্নয়ন করবে এই রাজ্যে। ছবি সংগৃহিত।

পুলিশ পর্যবেক্ষক ও বিজেপি প্রার্থীর 'গোপন বৈঠক', অভিষেকের বার্তার পরই কোর্টে তৃণমূল

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ মগরাহাট পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত পুলিশ পর্যবেক্ষকের গোপন বৈঠকের অভিযোগে এবার সরাসরি আইনি লড়াইয়ে নামল তৃণমূল। সোমবার কলকাতা হাই কোর্টে এই মর্মে মামলা দায়ের করেছে শাসকদল। রবিবারই ফলতার সভা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, অভিযুক্ত পর্যবেক্ষককে তিনি 'টানতে টানতে আদালতে' নিয়ে যাবেন। সেই বার্তার চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই আদালতের দ্বারস্থ হল ঘাসফুল শিবির। তৃণমূলের মূল অভিযোগ আইপিএস পরমার স্মিথ পরযোত্তমদাসের বিরুদ্ধে। বর্তমানে তিনি ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসেবে কর্মরত। শাসকদলের দাবি, গত ২০ এপ্রিল নিয়ম ভেঙে আলিপুরের আইপিএস মেস ছেড়ে ডায়মন্ড হারবারের সাগরিকা টুরিস্ট লজে ছিলেন তিনি। সেখানেই মগরাহাট পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী গৌর ঘোষের সঙ্গে তাঁর এক গোপন বৈঠক হয়। এই বৈঠকের সিসিটিভি ফুটেজ তৃণমূল আগেই জনসমক্ষে এনেছিল, যদিও তার সত্যতা যাচাই করেনি 'নয়া জামানা'। রবিবার নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে নির্বাচনী রোড শো শেষে মেজাজ হারিয়েছিলেন অভিষেক। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানান, নজরদারি এড়ানো অসম্ভব। তাঁর কথায়, 'ভেবেছিল চুপিচুপি

মিটিং করবে, আর কেউ জানবে না। আরে ডায়মন্ড হারবারের আকাশে-বাতাসে, লতায়-পাতায় আমি আছি। যে পুলিশ অবজার্ভার এটা করেছে, তাকে টানতে টানতে কোর্টে নিয়ে যাব।' সেই মেজাজ বজায় রেখেই সোমবার হাই কোর্টে মামলা রুজু করা হয়। আদালতে তৃণমূলের যুক্তি, পুলিশ পর্যবেক্ষকের পদটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার চারটি বিধানসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন আধিকারিক যদি কোনও বিশেষ দলের প্রার্থীর সঙ্গে সংগোপনে আলোচনা করেন, তবে তা অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিপন্থী। এতে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ওপর থেকে আস্থা চলে যায়। একে চরম 'প্রশাসনিক নিয়মবিরুদ্ধ' এবং 'প্রাতিষ্ঠানিক সততার পরিপন্থী' কাজ বলে উল্লেখ করেছে তৃণমূল। উল্লেখ্য, এই জল ঘোলা হতে শুরু করেছিল আগেই। রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্যের প্রাক্তন পুলিশ কর্তা রাজীব কুমার আগেই নির্বাচন কমিশনের কাছে এই পর্যবেক্ষকদের আচরণ নিয়ে নালিশ জানিয়েছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, পুলিশ পর্যবেক্ষকদের মৌখিক নির্দেশে অন্তত ৫০০ জনকে বেআইনিভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। দল যে এই 'দাদাগিরি' সহ্য করবে না, তা আগেই স্পষ্ট করেছিল তৃণমূল। এবার সেই হুঁশিয়ারিকে বাস্তবে রূপ দিয়ে উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপে সুষ্ঠু বিচার চাইছে রাজ্যের শাসকদল। রাজনৈতিক মহলের নজর এখন আদালতের নির্দেশের দিকে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 27-04-2026 14:16 Page 2

মহানগরীর রাস্তায় এবার চালক বিহীন ট্যাক্সি !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ মহানগরীর ব্যস্ত রাস্তায় এবার দেখা যাবে চালকহীন ম্যাজিক ট্যাক্সি ! নিত্যযাত্রীদের যাতায়াত আরও সহজ করতে এবং যানজটমুক্ত বাণিজ্য নগরী গড়ার লক্ষ্যে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিল মহারাষ্ট্র সরকার। মঙ্গলবার কুরলা ও বিকেসি (বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স)-এর মধ্যে দেশের অন্যতম আধুনিক 'পড ট্যাক্সি' প্রকল্পের ভূমিপুজো বা শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। চেম্বুরের ডায়মন্ড গার্ডেন মেট্রো স্টেশনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে এবং সুনেত্রা পওয়ার।মুম্বাইয়ের প্রধান বাণিজ্যিক কেন্দ্র বিকেসি-তে পৌঁছাতে গিয়ে প্রতিদিন লোকাল ট্রেন বা মেট্রো থেকে নামার পর শেষ মুহূর্তের যাতায়াত বা 'লাস্ট মাইল কানেক্টিভিটি' নিয়ে চরম নাকাল হতে হয় সাধারণ মানুষকে। সেই ভোগান্তি দূর করতেই এমএমআরডিএ এই 'অটোমেটেড র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম' বা পড ট্যাক্সি চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত

করেছেন যে, প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ছাড়পত্র ইতিমধ্যেই মিলেছে এবং আগামী ১০ মাসের মধ্যেই প্রথম দফার কাজ শেষ হয়ে যাবে।এটি মূলত ব্যাটারিচালিত এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা। প্রতিটি পড ট্যাক্সিতে ছয়জন যাত্রী বসতে পারবেন। সর্বোচ্চ ৪০ কিমি গতিবেগের এই যানগুলো প্রতি ১৫ সেকেন্ড অন্তর স্টেশনে আসবে। এর বিশেষত্ব হল, যাত্রীরা যে স্টেশনটি নির্বাচন করবেন, পড ট্যাক্সিটি সরাসরি সেখানেই থামবে, যা যাতায়াতকে করবে অত্যন্ত দ্রুত ও দক্ষ।পুরো প্রকল্পটি ৮.৮৫ কিমি দীর্ঘ হবে এবং এতে মোট ২২টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্টেশন থাকবে। প্রথম দফায় বান্দ্রা ও কুরলার মধ্যে ৩.৩৬ কিমি রাস্তা তৈরি করা হবে। এই ব্যবস্থাটি এলবিএস মার্গ এবং কালানগরের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোকে যুক্ত করবে। শুধু তাই নয়, মেট্রো লাইন ৩ এবং মেট্রো লাইন ২বি-র সঙ্গেও এর সংযোগ থাকবে, ফলে মেট্রো থেকে নেমেই যাত্রীরা সহজে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন।সবচেয়ে বড় বিষয় হল, এই প্রকল্পটি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফলে রাজ্য সরকার বা এমএমআরডিএ-র ওপর কোনও আর্থিক বোঝা চাপবে না, উল্টে এটি কর্তৃপক্ষের জন্য রাজস্ব তৈরি করবে। ২০৩১ সালের মধ্যে প্রতিদিন ১.০৯ লক্ষ যাত্রী এই পরিষেবা ব্যবহার করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে, এই প্রকল্প সফল হলে শহরের অন্যান্য জায়গাতেও এটি চালু করার কথা ভাবা হবে। পাশাপাশি বিকেসি-র যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে একগুচ্ছ সুড়ঙ্গ তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে সরকারের। একটি সুড়ঙ্গ বান্দ্রা-ওরলি সি লিঙ্ক থেকে শুরু হয়ে বুলেট ট্রেন স্টেশন পর্যন্ত যাবে, যার একটি অংশ বিমানবন্দরের সঙ্গেও যুক্ত হবে।সব মিলিয়ে, মুম্বাইবাসীর যাতায়াতে এক বড়সড় বিপ্লব আনতে চলেছে এই পড ট্যাক্সি। মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, প্রকল্পের কাজে কেউ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখন অপেক্ষা শুধু কয়েক মাসের, যখন মুম্বাইয়ের রাস্তায় যানজট এড়িয়ে পড ট্যাক্সিতে চেপে অফিস পৌঁছাবেন কর্মব্যস্ত মানুষ।

নর্মদায় ১১ হাজার লিটার দুধ ঢেলে পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বিশ্বাস আর যুক্তির দ্বন্দ্ব ভারতে সুপ্রাচীন। নতুন করে বিতর্কের সূত্রেপাত সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও সূত্রে। সেখানে দেখা গিয়েছে, মধ্যপ্রদেশে নর্মদা তীরে সাধু ও ভক্তদের ভিড়। বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নদীতে কয়েক হাজার লিটার দুধ ঢালা হচ্ছে। ভক্তদের দাবি, ১১ হাজার লিটার দুধ ঢেলে পুজো হয়েছে। এই ঘটনায় নদীদূষণ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন পরিবেশ কর্মীরা। জলে বিপুল পরিমাণ দুধ মেশায় নদীতে থাকা প্রাণীদের বিপদ হবে বলেই দাবি তাদের। অনেকে বলছেন, এ দেশের অসংখ্য শিশু অপুষ্টিতে ভোগে।

কোনও কথাই শুনতে নারাজ বিশ্বাসীরা। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, চৈত্র নবরাত্রির সময় সেহোর জেলার সাতদেব গ্রামের শ্রী দাদাজি দরবার পাতালেশ্বর মহাদেব মন্দিরের উদ্যোগে একটি বিরাট ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালিত হয়। সেই ভিডিওই ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন,

১৮ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল, টানা ২১ দিন ধরে চলে ধর্মীয় উৎসব। ১২১ জন ভক্ত শিব মহাপুরাণ ও দুর্গামন্ত্র পাঠ করেন। মহাযজ্ঞে ৪১ টন ঘি ব্যবহার হয়।ভাইরাল ভিডিওটিতে একটি বিশেষ আচার দেখা হয়েছে। যেখানে দেবতার প্রতি আনুষ্ঠানিক নিবেদনের অংশ হিসেবে নর্মদা নদীতে প্রায় ১১,০০০ লিটার দুধ ঢালা হয়েছে বলে দাবি। বিশেষ ধর্মীয় উৎসবের আয়োজক ও ভক্তরা এই কাজটিকে গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে সমর্থন করেছেন। পরিবেশকর্মীরা বলছেন, ওই পরিমাণ দুধ জলে ঢালা হলে ব্যাপক পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া তৈরি হবে জলে। যা মানুষের জন্য তো বটেই, মাছ এবং অন্য জলজ প্রাণীদের জন্য বিশেষ ভাবে ক্ষতিকর। এইসঙ্গে অনেকে বলছেন, এই দুধ জলে না ঢেলে অভুক্ত বাচ্চাদের খাওয়ালে কাজে লাগত। দেশের অসংখ্য শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। বিশ্বাসীরা অবশ্য কোনও কথাই মানতে নারাজ।

চিনি ছাড়াই মিষ্টি দই !

নয়া জামানা ডেক্স ঃ বাঙালির প্রিয় মিষ্টি দই খেতে ভালবাসেন প্রায় সকলেই। কিন্তু সাধারণ মিষ্টি দইয়ে চিনি বেশি থাকায় অনেকেই তা এড়িয়ে চলেন। বিশেষ করে যারা ওজন কমাতে চাইলে কিংবা বা ডায়াবেটিসের চোখরাঙানিতে মিষ্টি দইয়ের সঙ্গে আপস করতে হয়। তবে একটি সহজ উপায় সামনে এসেছে, যেখানে চিনি ছাড়া ঘরেই বানানো যাবে মিষ্টি দই, তাও আবার স্বাস্থ্যকরভাবে।মিষ্টি দইয়ের একটি বিশেষ রেসিপি সমাজ মাধ্যমে এখন বেশ জনপ্রিয়। এই দইয়ের প্রতিটি সার্ভিংয়ে প্রায় ১১০ ক্যালোরি থাকে এবং প্রায় ৭ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়। ফলে এটি শুধু সুস্বাদুই নয়, শরীরের জন্যও উপকারী।এই রেসিপির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এতে একেবারেই চিনি ব্যবহার করা হয় না। তার বদলে ব্যবহার করা হয় অ্যালুলোজ নামের একটি প্রাকৃতিক মিষ্টি উপাদান। এটি সাধারণ চিনির মতো মিষ্টি স্বাদ দেয়, কিন্তু ক্যালোরি খুব কম এবং রক্তে সুগার বাড়ায় না।

উপকরণ১ লিটার টোনড দুধ, ৮০ গ্রাম অ্যালুলোজ, এক চিমটে এলাচ গুঁড়ো, ১৫০ গ্রাম গ্রিক ইয়োগার্ট (মেশানোর জন্য), ৫০ গ্রাম গ্রিক ইয়োগার্ট (দই বসানোর জন্য)প্রথমে একটি প্যানে অ্যালুলোজ গরম করে হালকা বাদামি রঙের ক্যারামেল তৈরি করুন। এরপর ধীরে ধীরে দুধ ঢেলে ভাল করে মিশিয়ে নিন। দুধ মাঝারি আঁচে ফুটিয়ে অর্ধেক পরিমাণে নামিয়ে আনুন। এতে দইয়ের স্বাদ আরও ঘন ও ভাল হবে। এরপর এলাচ গুঁড়ো দিয়ে মিশিয়ে নিন। দুধ একটু ঠান্ডা হলে তাতে গ্রিক ইয়োগার্ট মিশিয়ে দিন। তারপর একটি পাত্রে ঢেলে ঢেকে রাখুন। কয়েক ঘণ্টা পর দেখবেন দই জমে গিয়েছে।তবে মনে রাখতে হবে, এই দই সাধারণ মিষ্টি দইয়ের মতো একেবারে শক্ত হবে না।

বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের রুপোর ভাণ্ডারে বিশাল কেলেঙ্কারি

নয়া জামানা ডেক্স ঃ জম্মু-কাশ্মীরের পবিত্র বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ভক্ত যে রুপোর অলঙ্কার বা সামগ্রী অর্পণ করেন, তার আড়ালে কি এক বিশাল প্রতারণা লুকিয়ে ছিল? সম্প্রতি সরকারি টাঁকশালের একটি

চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট ঘিরে এমন প্রশ্নই দানা বেঁধেছে। ইকোনমিক টাইমস-এর এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, মন্দিরে জমা হওয়া টন টন রুপোর সামগ্রী গলানোর সময় দেখা গেছে যে, তাতে আসল রুপো রয়েছে মাত্র ৫ থেকে ৬ শতাংশ। বাকি সবটুকুই ক্যাডমিয়াম এবং লোহা; যার বাজারমূল্য রুপোর তুলনায় যৎসামান্য।এই সম্ভাব্য জালিয়াতির পরিমাণ শুনলে যে কেউ চমকে উঠতে পারেন। শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী শ্রাইন বোর্ড যখন প্রায় ২০ টন রুপোর সামগ্রী সরকারি টাঁকশালে প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাঠায়, তখন আধিকারিকরা আশা করেছিলেন বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী এর মূল্য হবে প্রায় ৫০০ থেকে ৫৫০ কোটি টাকা। কিন্তু প্রাথমিক পরীক্ষার পর দেখা যাচ্ছে, প্রাপ্ত রুপোর প্রকৃত মূল্য ৩০ কোটি টাকার বেশি হওয়া কঠিন। যেখানে রুপোর বাজারদর কেজি প্রতি বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, সেখানে ক্যাডমিয়ামের দাম মাত্র ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা। রুপোর মতো দেখতে এই ক্যাডমিয়াম সাধারণ মানুষের চোখে ধরা পড়া প্রায় অসম্ভব, আর সেই সুযোগটিই নিয়েছে জালিয়াতরা।আর্থিক ক্ষতির চেয়েও উদ্বেগের বিষয় হল জনস্বাস্থ্য। বিউরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস অনুযায়ী ক্যাডমিয়াম ব্যবহার নিষিদ্ধ, কারণ এটি থেকে নির্গত ধোঁয়া অত্যন্ত বিষাক্ত এবং ক্যানসার সৃষ্টিকারী। তবে আশার কথা এই যে, তিরুপতি বা সিদ্ধিবিনায়কের মতো অন্যান্য বড় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে এমন কোন ভেজালের খবর মেলেনি। এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের আশেপাশের এলাকা বা ওই করিডোরের কিছু অসাধু বিক্রেতাই এই কারচুপির সঙ্গে যুক্ত।এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাঠুয়া গোল্ডস্মিথ অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সুদর্শন কুমার কোহলির নেতৃত্বে একটি জরুরি সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কিছু বিক্রেতা সস্তায় রুপো দেওয়ার নাম করে ভক্তদের প্রতারিত করছে। এতে যেমন পুণ্যার্থীদের ধর্মীয় ভাবাবেগ আহত হচ্ছে, তেমনই স্থানীয় স্বর্ণকারদের সুনামেরও ক্ষতি হচ্ছে। অজয় বর্মা, অমিত হীরা ও অন্যান্য পদস্থ সদস্যদের উপস্থিতিতে একটি নথিতে সই করে তারা প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন যাতে বাজারগুলোতে দ্রুত তল্লাশি চালানো হয় এবং এই চক্রের সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ভক্তদের প্রতিও তাদের আবেদন, তারা যেন শুধুমাত্র অনুমোদিত ডিলারদের থেকেই সামগ্রী কেনেন এবং শুদ্ধতা যাচাই করে নেন। ওম প্রকাশ কোহলি ও বিনয় লুথরাদের মতো অভিজ্ঞ প্রতিনিধিরা মনে করছেন, এই জালিয়াতি রুখতে প্রশাসনের কঠোর নজরদারি এখন সময়ের দাবি।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 27-04-2026 14:16 Page 3

দুরামারিয়ায় ৯ ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার

নয়া জামানা ,জলপাইগুড়ি ঃ সাতসকালে ঝিঙা খেতে পাতা নাইলনের জালে আটকে পড়ল একটি অজগর সাপ, ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটে দুরামারির দক্ষিণ শালবাড়ি এলাকায়।

জানা গিয়েছে, চাষের জমিতে গরু-ছাগল ঢোকা রুখতে লাগানো হয়েছিল ওই নাইলনের নেটের জাল। সেখানেই আটকে যায় প্রায় ৮ থেকে ৯ ফুট লম্বা একটি অজগর সাপ। সোমবার ভোর প্রায় ছয়টা নাগাদ গরু নিয়ে রাঙাতি নদীর পাড়ের দিকে যাওয়ার সময় স্থানীয় বাসিন্দা লতিফ মিয়া প্রথম সাপটিকে দেখতে পান। এরপর তিনি দ্রুত বিষয়টি জানান এলাকার সমাজসেবী জিয়ারুল হক কে। তাঁর উদ্যোগেই বনদপ্তরে খবর দেওয়া হয়। অভিযোগ, খবর দেওয়ার পরও বনদপ্তর ঘটনাস্থলে পৌঁছতে দীর্ঘ সময় নেয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর এসে সাপটিকে জাল থেকে উদ্ধার করে বনদপ্তরের কর্মীরা। পরে সাপটিকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। সময়মতো সাপটি উদ্ধার হওয়ায় বড়সড় বিপদ এড়ানো গেছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

ভোট পরবর্তী ডুয়ার্সে পর্যটকের ঢল, সবুজ জঙ্গলে গজরাজের উঁকি

বাবলু রহমান , নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ ঘন সবুজ জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে কে? বোঝা মাত্রই রোমাঞ্চকর অনুভূতি পর্যটকদের। ভোটের আগে ডুয়ার্সে ভাটা থাকলেও ভোটের পরে সেই ছবিতে খানিক বদল এসেছে। প্রকৃতির ক্যানভাসে সবুজের ছোঁয়ায় যেন নতুন গল্প লিখছে ডুয়ার্স! প্রথম দফার ভোট মিটতেই পর্যটকের ঢল ডুয়ার্সের জঙ্গলে। একেই উত্তরবঙ্গের এখন মনোরম পরিবেশ। বর্ষার প্রথম ছোঁয়া পড়তেই যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে প্রকৃতি। তাজা বৃষ্টির জলে ধুয়ে-মুছে একেবারে সবুজে ঢেকে গেছে জঙ্গল। সেই সবুজের মাঝেই হঠাৎ উঁকি দিচ্ছে গজরাজ, এই দৃশ্য নিঃসন্দেহে পর্যটকদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। কেউ দূর থেকে দাঁড়িয়ে মোবাইলে সেলফি তুলছেন, কেউ আবার ক্যামেরায় বন্দি করছেন এই বিরল মুহূর্ত।ডুয়ার্সের জঙ্গলে এখন নতুন পাতার সমারোহ। গাছের ফাঁক গলে কখনও হাতি, কখনও হরিণ বা অন্যান্য বন্যপ্রাণীর দেখা মিলছে। প্রকৃতির এই অপরূপ রূপে মুগ্ধ হচ্ছেন পর্যটকেরা।

বিশেষ করে ভোট পরবর্তী সময়ে এখানে বেড়াতে আসা মানুষের সংখ্যা বেড়েছে চোখে পড়ার মতো। অনেকেই বিদেশ থেকে বাড়িতে ভোট দিতে এসে সুযোগে ঘুরতে বেরিয়েছেন, আবার কেউ ভিন রাজ্য থেকে ছুটি কাটাতে পাড়ি দিয়েছেন ডুয়ার্সে। চাপড়ামারী জঙ্গল, গরুমারা বনাঞ্চল কিংবা নেওরা নদীর তীর...সব জায়গাতেই এখন ভিড় জমাচ্ছেন পর্যটকেরা। সকাল-বিকেল জঙ্গলের পথ যেন জীবন্ত হয়ে উঠছে মানুষের কোলাহলে, আবার সেই সঙ্গেই প্রকৃতির নিস্তব্ধ সৌন্দর্যও মুগ্ধ করছে সকলকে। পর্যটকদের এই বাড়তি ভিড় স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখেও হাসি ফোটাচ্ছে। বিকেলের দিকে লোকসংস্কৃতির নাচ-গানের আয়োজন করে তারা কিছুটা অতিরিক্ত আয় করছেন। ফলে পর্যটনের এই জোয়ার এলাকার অর্থনীতিকেও নতুন করে চাঙ্গা করে তুলছে।

পুলিশের কাজে বাধা ! গ্রেপ্তার তৃণমূল কাউন্সিলর

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন বর্ধমান শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর নাড়ুগোপাল ভকত। সোমবার ভোরে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। দ্বিতীয় দফার ভোটের এক দিন আগে এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনী আচরণবিধি জারির পর বর্ধমান শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে অশান্তি ছড়ায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে নাড়ুগোপাল ভকত তাঁদের তদন্তে বাধা দেন বলে অভিযোগ। তিনি নাকি নিজে দাঁড়িয়ে পুলিশকে এলাকায় ঢুকতে বাধা দেন এবং পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন।

জমি-বিবাদে উত্তেজনা, উপ প্রধানের বিরুদ্ধে মহিলাকে মারধরের অভিযোগ

নয়া জামানা ,জলপাইগুড়িঃ জমি সংক্রান্ত পারিবারিক বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হল ফালাকাটা ব্লকের দেওগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলতলী এলাকায়। ঘটনায় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান বিকাশ বর্মনের বিরুদ্ধে এক মহিলাকে চড় মারার অভিযোগ উঠেছে, যা ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার বাসিন্দা মনোরঞ্জন সরকার ও সুনীল সরকারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। সেই সমস্যার সমাধানে একটি সালিশি সভার আয়োজন করা হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন উপ প্রধান বিকাশ বর্মন। কিন্তু আলোচনার মাঝেই দুই পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হলে সভা ভেস্তে যায়। পরবর্তীতে মনোরঞ্জন সরকার ফালাকাটা থানায় সুনীল সরকারের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ, কয়েকদিন পর রবিবার দুপুরে উপ প্রধান আবার মনোরঞ্জনের বাড়িতে গিয়ে বিষয়টি মেটানোর চেষ্টা করেন। সেই সময় সুনীল সরকারের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ দায়েরের কারণ জানতে চাইলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগকারী মহিলা মামনি হোর দাবি, তিনি ঘটনাটি মোবাইলে ধারণ করতে গেলে উপ প্রধান তার ফোন ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলেন এবং তাকে চড় মারেন। মামনি হোরের প্রশ্ন, একজন জনপ্রতিনিধি কীভাবে একজন মহিলার উপর হাত তুলতে পারেন? তিনি এই ঘটনার বিচার দাবি করে ফালাকাটা থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন উপ প্রধান বিকাশ বর্মন। তার দাবি,

তিনি কাউকে মারেননি এবং তাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বদনাম করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার কথায়, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে তিনি শুধুমাত্র মোবাইলটি সরিয়ে দিয়েছিলেন। ফালাকাটা থানার আইসি নিতেশ লামা জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। বর্তমানে এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

শওকত মোল্লার উপর হামলা আইএসএফের ! রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

নয়া জামানা , ভাঙড় ঃ তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লার উপর হামলার অভিযোগ ঘিরে ভোটের আগে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল ভাঙড়ে। রবিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের চালতাবেড়িয়া এলাকায় নির্বাচনী প্রচার সেরে ফেরার পথে তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় শওকত মোল্লা-সহ বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী-সমর্থক জখম হয়েছেন বলে দাবি। এই হামলার জন্য সরাসরি আইএসএফকে দায়ী করেছে তৃণমূল। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে আইএসএফ।ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে প্রশাসন। হামলার প্রতিবাদে রবিবার রাতেই পথ অবরোধ করেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা।শওকত মোল্লার দাবি, ভোটের আগে ইচ্ছাকৃতভাবে অশান্তি তৈরির চেষ্টা চলছে। তাঁর কথায়, এটি সম্পূর্ণ পরিকল্পিত হামলা। আমাদের কর্মীদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছি। দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে হবে। শওকতের অভিযোগ, রাজনৈতিকভাবে তাঁদের ভয় দেখাতেই এই হামলা করা হয়েছে।অন্যদিকে, ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ এই অভিযোগ পুরোপুরি খারিজ করেছে। দলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে তাদের কোনও যোগ নেই। বরং তৃণমূলই ভোটের আগে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা করছে।উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই ভোটপ্রচারে গিয়ে শওকত মোল্লার প্রাণহানির আশঙ্কার কথা বলেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছু হলে ছাড় দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। সেই আবহে এই ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও বেড়েছে।ভাঙড় দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর এলাকা। অতীতেও এখানে একাধিক সংঘর্ষের নজির রয়েছে। ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে উত্তেজনা। প্রশাসনের দাবি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 27-04-2026 14:16 Page 4

মুক্তাগাছার মন্ডা খেয়ে মুগ্ধ নেতাজি সুভাষ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার একটি উপজেলা মুক্তগাছা। জমিদার আচার্য চৌধুরী পরিবার মুক্তগাছা শহরের গোড়াপত্তন করেছিলেন। আগে জায়গাটার নাম ছিল বিনোদবাড়ি। জমিদার শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরীর চার ছেলে সেখানে বসতি স্থাপনের জন্য গেলে গ্রামের প্রজারা সাধ্যমত উপঢৌকন নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। সেগুলির মধ্যে মুক্তারাম কর্মকারের দেওয়া একটি গাছা (পিতলের দীপাধার) সবথেকে মূল্যবান ছিল। মুক্তারামের 'মুক্তা' এবং তাঁর দেওয়া 'গাছা' একত্রিত করে জমিদারেরা বিনোদবাড়ির নতুন নাম রাখেন মুক্তাগাছা। মন্ডার জন্য মুক্তাগাছা সুপ্রসিদ্ধ। শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা পৃথিবী জুড়ে এই মিষ্টির খ্যাতি। দুধ আর চিনি দিয়ে মন্ডা বানানো হয়। তবে শীতকালে আরও এক ধরনের মন্ডা পাওয়া যায় মুক্তাগাছায়, যেগুলি চিনির বদলে গুড় দিয়ে তৈরি। বাংলাদেশের আর কোথাও এমন সুস্বাদু মন্ডা পাওয়া যায় না। মুক্তাগাছার মন্ডা প্রথম তৈরি করেছিলেন গোপালচন্দ্র পাল। জানা যায়, ১২০৬ বঙ্গাব্দে তিনি মুর্শিদাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। নবাবা সিরাজউদদৌলার মৃত্যুর পর তিনি মুক্তাগাছা চলে যান ১২৩০ বঙ্গাব্দ নাগাদ। সেখানে প্রথম মন্ডা তৈরি হয় বাংলা ১২৩১ সন বা ইংরেজি ১৮২৪ সালে। গোপাল পালের প্রথম মন্ডা তৈরি নিয়ে একটা গল্প প্রচলিত আছে। তিনি নাকি এক রাতে স্বপ্ন দেখেন, শিয়রে দাঁড়িয়ে এক সন্ন্যাসী তাঁকে মন্ডা তৈরি করতে আদেশ দিচ্ছেন। তারপর কয়েক রাতে সন্ন্যাসী তাঁকে মন্ডা বানানোর পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। শেষ নিয়মটি শেখানোর পর আশীর্বাদ করেন, তুই এই মন্ডার জন্য অনেক খ্যাতি অর্জন করবি। তোর মন্ডার সুখ্যাতি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। গোপাল তাঁর বানানো নতুন মিষ্টি পরিবেশন করেন মুক্তাগাছার জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর দরবারে। খেয়ে তো জমিদার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে উঠল গোপাল পালের মন্ডা। এখনও তাঁর বংশধরেরা মন্ডা তৈরি করেন। পাকিস্তান আমলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তাগাছার এক সভায় মন্ডা খেয়ে প্রশংসা করেছিলেন। মন্ডার দোকানের মালিক কেদারনাথ পালকে বলেছিলেন, তপাল মশাই দেশ ছেড়ে যাবেন না, দেশ ভালো হবে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথ, পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়, পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান, ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি, প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী আলাউদ্দিন খাঁ, রাশিয়ার কমরেড জোসেফ স্তালিন, চিনের কমরেড মাও সে তুং , অনেকেই মুগ্ধ হয়েছেন মুক্তাগাছার মিষ্টি খেয়ে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।